মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ২৫-০৭-২০২৩ ইং।
স্থান ঃ চট্টগ্রাম সেন্টার, চট্টগ্রাম অঞ্চল ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃ নুর হোসেন, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, চট্টগ্রাম অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসিগন, তারিক সাঈদ হারুন,পরিচালক-মৌলিক কর্মসুচী, মাহমুদুল হাসান দিদার, উপ পরিচালক-কোর অপারেশন, আবদুর রহমান ফরিদ, সহকারী পরিচালক-কোর অপারেশন, মোঃ মিজানুর রহমান- প্রধান- সাইটেপ, এস এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>আলোচ্য বিষয় সমূহ</th><th>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ</th><th>বাস্তবায়ন কারী</th><th>তারিখ</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>Previous Meeting Minutes Review</td><td>সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় । তাছাড়া নির্বাহি পরিচালক সংস্থার মটর সাইকেল নীতিমালা রিভিউ-বিশেষ করে মটর সাইকেলের মডেল নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদাণ করেন।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>Savings</td><td>শাখা পর্যায়ে ফান্ডের চাহিদা মেটাতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে জুলাই-২৩ থেকে প্রতি মাসে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নোক্তহারে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><th>অঞ্চলের নাম</th><th>মোট বৃদ্ধি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>২.০০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>১.৭০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>১.৫০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>১.২০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>আউটরিচ</td><td>১.০০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>১.১০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>৮.৫০ কোটি</td><td></td></tr>
</table>
উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা কেউ পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গত জানুয়ারী- জুন/২৩ মাস পর্যন্ত সকল অঞ্চলের সঞ্চয় আদায় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এখনও মোট এক্টিভ সদস্যের ২৫-৩০% সদস্য থেকে সঞ্চয় আদায় করা হয় না। তারমধ্যে আবার ০১ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে ৩৫% সদস্য থেকে সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে। যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সকল এক্টিভ সদস্যকে সঞ্চয়ের আওতায় আনা এবং সর্বনিন্ম সঞ্চয় ১০০ টাকা আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
সফটওয়্যারে সকল সদস্যার সঞ্চয়ের আদায়যোগ্য থাকতে হবে। প্রত্যেক সদস্য থেকে আদায়যোগ্য অনুযায়ী সঞ্চয় আনতে হবে।
মাসিক ঋণী সদস্য ও মৌসুমী ঋণের সদস্য প্রত্যেক সপ্তাহে সমিতিতে এসে সঞ্চয় প্রদান করতে হবে। কোন সদস্য অগ্রিম কিস্তি দিতে চাইলে সাপ্তাহিক ভাবে হিসেব করে সঞ্চয় আদায় করতে হবে।
উল্লেখিত বিষয়ে সকল আরপিসি আগামী ০৩রা আগস্ট (সম্ভাব্য) সংশ্লিষ্ট বিএম এমএমদের সাথে "মমসিএম" আলোচনা করবেন এবং এএম গণ ০৫-১০ তারিখের মধ্যে তাদের এলাকার সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে বিএম ও সিডিওদের সাথে মিটিং করবেন এবং তা সমিতি পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। এএম/আরপিসিবৃন্দ সমিতি ও শাখা পরিদর্শনে উল্লেখিত বিষয়কে সর্ব্বচ্চ গুরুত্ব দিবেন।
</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
</table>

০৩.	**Overdue**	• ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছাড়া নতুন কোন সদস্যকে বকেয়ায় অন্তভুক্ত করা যাবে না। • প্রতিদিন OTR মনিটরিং করতে হবে। দৈনিক কোন শাখায় OTR ৯৫% এর কম গ্রহনযোগ্য হবে না। • প্রতিটি ঋণ বিতরনে ০২ জন জামিনদার মধ্যে ০১ জন পরিবারের বাইরের লোক নিতে হবে। অগ্রসর ঋনের ক্ষেত্রে সদস্য ও জামিনদার উভয়ের থেকে ০২ থেকে ০৩ টি চেক নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪.	**Scholarship**	• গত ১৮/০৭/২৩ ইং মাহমুদুল হাসান-দিদার-সহকারী পরিচালকের মেইলের নির্দশনা অনুযায়ী ০৭টি ডকুমেন্টস আগামী ৩১ জুলাই ২০২৩ইং এর মধ্যে হার্ড কপি কুরিয়ার করতে হবে। • ভোলা অঞ্চলে নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কিছু শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে তালিকা করা হয়েছিলো। যা খোকন দাদার নেতৃত্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখিত তালিকাটি পুনরায় যাচাই করে আগামী ৩১/০৭/২০২৩ইং অনুযায়ী অপারেশন বিভাগে পাঠাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	৩১/০৭/২৩
০৫.	**Stimulus Loan**	• শাখাপ্রতি ০৫ লক্ষ টাকা করে প্রনোদনা ঋণ বিতরন করতে হবে। • **Stimulus Loan** বিতরন আগামী ৩০/০৮/২০২৩ইং এর মধ্যে শেষ করতে হবে এবং ৩১/০৮/০২০২৩ ইং এর মধ্যে বিতরন সার্টিফিকেট প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে। • ঋনটি অবশ্যই সাপোর্ট ঋন হিসেবে বিতরন করতে হবে এবং মাস্টাররোল আলাদা পাতা ব্যবহার করতে হবে। পাশবই ও ঋণ ফরমে **Stimulus Loan** সীল দিতে হবে। • কোন নতুন সদস্য ভর্তি করে অথবা যার হাতে ঋণ নাই এমন সদস্যকে এই ঋণ বিতরন করা যাবে না।	সংশ্লিষ্ট সকল	৩১/০৮/২৩
০৬.	**Agrosor-MFCE**	• ২০২৩ থেকে ২০২৮ পর্যন্ত (৫ বছর মেয়াদী) **MFCE** প্রকল্পটি জুন-২০২৩ থেকে চালু হয়েছে। উল্লেখিত ঋণটি ১৮% লভ্যাংশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও লোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী, দাগনভুঞা এবং সিলোনিয়া শাখা ব্যাতিত সকল শাখায় বিতরন করতে হবে। • ঋণের হিসেব অগ্রসর-এমএফসিই নামে আলাদা শিরোনামে অন্তভুক্ত হবে। শাখাপ্রতি ৮.৫০ লক্ষ টাকা করে বিতরন করতে হবে এবং আগামী ৩১/০৮/২০২৩ইং এর মধ্যে বিতরন সম্পন্ন করতে হবে। তবে ঋণের কিস্তি বাবত আদায়কৃত অর্থ পুনরায় একই কম্পোনেন্টে বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই মাদারের দায়ের চেয়ে ঋণ স্থিতি কমতে পারবে না। • প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী ঋণ বিতরনের পূর্বে **Environmental and Social Management System (ESMS) বাধ্যতামুলক পূরণ করতে হবে। তাছাড়া এডিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।**	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৭.	**WASH Project**	নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওয়াশ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সকল শাখা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ০৫টি নতুন শাখা সহ মোট ১৫টি শাখায় ওয়াস প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে। • আগস্ট/২৩ ইং মধ্যে নোয়াখালী অঞ্চল ৪০ লক্ষ, এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল ৪০ লক্ষ, টাকা করে মোট-৮০ লক্ষ টাকা বিতরন সম্পন্ন করতে হবে। • একজন কর্মী প্রতি সপ্তাহে ০১টি বিসিসি ক্যাম্পেইন করবেন। • ওয়াশ প্রকল্পের ঋণ মাস্টাররোল আলাদা ভাবে করতে হবে। • ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হয়নি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি জুলাই'২৩ মাসের মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রণদনার জন্য আলাদা রেজি: ব্যবহার করতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এএম এবং আরপিসিকে আরো ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৮.	**Internal Audit Feedback**	• আগামী ৩০ ও ৩১ জুলাই ০৬ টি অঞ্চলের ২৪ টি অডিটকৃত শাখার প্রাপ্ত সমস্যার উপর অডিট মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। • মিটিংয়ে সকল আরপিসি এবং যে দিন যে অঞ্চলের আলোচনা থাকবে সেই অঞ্চলের এলাকাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহন করবেন। • মিটিংয়ে এলোমেলো কোন উত্তর দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। • পূর্ব থেকে অবহিত করার পরেও যে সকল শাখায় আত্নসাৎ পাওয়া যায়, সে সকল কর্মী ও বিএম/এএম বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • যে সকল শাখার মেয়াদ উত্তির্ন সদস্যের ঋণ ফরম পাওয়া যায় নাই এবং পাওয়ার সম্ভাবনা নাই তা তালিকা করে আগামী ২৮/০৭/২০২৩ ইং এর মধ্যে অপারেশন বিভাগে পাঠাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৯.	**Recent Circular**	• শাখায় কোন ভাড়াটিয়া সদস্য ভর্তি করা হলে বিএম ঐ সদস্যের স্থায়ী ঠিকানা মোবাইল/ সরাসরি অথবা যেকোন মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। • যাচাই করা হয়েছে এই নামে ০১টি সীল সকল শাখায় বানাতে হবে। • মেয়াদোত্তির্ন ঋণ ফরম যেগুলো পাওয়া যায় না সেগুলো তালিকা করে অনুমোদন নিতে হবে	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		এসংক্রান্ত সার্কুলার আগামী ২৬/০৭/২৩ ইং এর মধ্যে পাঠানো হবে। ● তাছাড়াও সকল শাখায় তারিখের সীল, রিকমোন্ডেশন সীল বানাতে হবে এধরনের ০১টি সার্কুলার ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে, যা ফলো করতে হবে।		
১০.	**Software**	● সফটওয়্যার প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন হালনাগাদ করতে হবে। ● অনেক শাখার সঞ্চয়ের টার্গেট সফটওয়্যারে সেট করা নাই। আগামী ৩১/০৭/২০২৩ইং এর মধ্যে সকল শাখার সকল সদস্যের সঞ্চয়ের টার্গেট ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। ● সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন জন্মনিবন্ধন ব্যাতিত হাতে লিখা অথবা কম্পিউটারে লিখা জন্মনিবন্ধন দিয়ে ভর্তি ও বিতরন করা যাবে না। ● এলাকা ব্যবস্থাপকগণ প্রতিদিন শাখার ডে-বুক- সঞ্চয়, বকেয়া ও চলতি বকেয়া সদস্য রিপোর্ট যাচাই করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১১.	**Staffing**	● আগামী আগস্ট-২৩ মাসের মধ্যে কুমিল্লা অঞ্চলের (নতুন) কাজ শুরু করা হবে। এজন্য পুরাতন অঞ্চল থেকে সিডিও, বিএম, এএম ও আরপিসি নতুন অঞ্চলে বদলি করা হতে পারে। সকলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১২.	**CITEP & Health.**	● CITEP ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে। ● সাইটেপ কর্মীকে হেড-সাইটেপ পরিচালনা করবেন। ● প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন । ● ০৬ অঞ্চল থেকে ০৫টি শাখা করে মোট ৩০টি শাখার মাস্টাররোল অনুযায়ী বিতরনকৃত ঋণের খাত অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন তৈরী করে পরিচালক- মৌলিক কর্মসূচী কে পাঠাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৩.	**Disability Person**	গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কর্ম এলাকার ১১৫টি শাখার আওতায় ১১ টি জেলা, ৬৫ টি উপজেলা ও ৪৬৩ টি ইউনিয়ন এর আওতাধীন সমিতি ও সমিতির আশপাশের এলাকা থেকে ওয়াশিংটন ম্যাথড অনুযায়ী ৬টি প্রতিবন্ধিতার ধরনের উপর প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি বা তার পরিবারকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে **২৮৭৮ জন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা হয়**। - সংস্থার মৌলিক কর্মসুচির পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম এলাকার মোট প্রতিবন্ধির ৫% ব্যক্তি/ পরিবারকে (প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির ভরন পোষনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যাক্তি) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। ● বিতরন কৃত ঋনের সকল ডকুমেন্টস প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে। ● যে সকল শাখায় এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সার্ভে অসম্পন্ন রয়েছে/ভুল রয়েছে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে। ● যে সকল প্রাতবন্ধি ব্যাক্তি/ পরিবারকে ইতিমধ্যে ঋন প্রদান করা হয়েছে, তাদের এবং প্রকল্পের ছবি মোঃ ফিরোজ আলম-হেড-এমই কে পাঠাতে হবে। ● আগামী ৩১ আগষ্ট'২৩ তারিখের মধ্যে প্রত্যেক অঞ্চলে পূর্বের তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে ২-৩ জনকে দ্বিতীয় দফায় ঋণ বিতরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৪.	**AOB**	- সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে আইপিএস ও ফ্রিজ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । - পরবর্তী সিপিসিএমের সাথে মিল করে সেন্ট্রাল জনসংগঠন মিটিং করার পরিকল্পনা রয়েছে, সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বলা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মো ঃ নুর হোসেন।
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
চট্রগ্রাম অঞ্চল ।